দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 8 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

আমাদের সময়কে মেজর জেনারেল এসএম মতিউর রহমান

সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষায় বিশ্বাসী নয় ক্যাডেট কলেজ

আলী আসিফ শাওন ●

'ক্যাডেট কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে আদব-কায়দা থেকে শুরু করে সামগ্রিকভবে লেখাপড়ার গভীরে পৌঁছানোই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে শিক্ষার মতো শিক্ষা। শুধু সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষায় আমরা মোটেই বিশ্বাসী না'- বলছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল (এজি) মেজর জেনারেল এসএম মতিউর রহমান। পদাধিকারবলে ক্যাডেট কলেজের পরিচালনা পর্ষদেরও সভাপতি তিনি। শিক্ষা খাতে সেনাবাহিনীর অবদানের বিষয়ে জানতে চাইলে দৈনিক আমাদের সময়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজগুলোর সফলতার বিষয়ে মেজর জেনারেল মতিউর রহমান বলেন, আমি সবসময় একটি কথাই বলার চেষ্টা করি– আমরা যেন সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষায় বিশ্বাস না করি। জিপিএ-৫, জিপিএ-৫ করতে করতেই যদি বিভোর থাকি; তাহলে কী শিখলাম, কী শিখলাম না সেই বিষয়ে খেয়াল থাকল না। তাহলে তো হবে না। ক্যাডেট কলেজের একটা ছেলে বা মেয়েকে আদব-কায়দা থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে লেখাপড়ার গভীরতায় পৌঁছানোই আমাদের উদ্দেশ্য। শুধু কিছু প্রশ্ন দিয়ে দিলাম, উত্তরপত্র তৈরি করে দিলাম, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেলো কিন্তু পরবর্তীতে ভর্তি পরীক্ষায় অন্যদের সঙ্গে টিকতে পারল না, কোনো মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারল না– তাহলে সেই জিপিএ-৫ তো মূল্যহীন।

প্রতি বছর গড়ে ২০ হাজার শিক্ষার্থী ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় জানিয়ে পরিচালনা পর্ষদের এই সভাপতি বলেন, ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাই বলে দেয় ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রতি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষায়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) মানুষের আগ্রহ কত। লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মেধাতালিকা দেখে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থী বাছাই করা হয়। এর পর নির্বাচিত ক্যাডেটদের আইএসএসবিতে নিয়ে যাওয়া হয় মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। তারাই মূলত ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। তা ছাড়া ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও তৈরি করা হয় খুবই সতর্কতার সঙ্গে। তাই ক্যাডেট কলেজের প্রশ্নপত্র নিয়ে এখনো কেউ কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেনি।

ভর্তির ক্ষেত্রে কোটার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্যাডেট ভর্তির ক্ষেত্রে মূলত মেধাতালিকাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে খুব সাধারণ কিছু কোটা রয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২৪টি (১৮ ছেলে ও ৬ জন মেয়ে); ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য পাঁচটি; ক্যাডেট কলেজে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অনুষদ সদস্যসহ ক্যাম্পাসে কর্মরতদের জন্য ১৩টি এবং সশস্ত্র বাহিনীর কোটা আছে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০টি। তবে কোটা কার্যকর হয় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মেধাক্রম অনুসারে। যে কারণে কোটার মধ্যেও তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। এর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে মেজর জেনারেল মতিউর রহমান বলেন, এটি একটি নীতিগত ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে জনগণের প্রত্যাশা ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বাড়ুক, এটি আমিও জানি। কিন্তু এটি একটি সরকারি সিদ্ধান্ত এবং পর্যালোচনার বিষয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মতামতের কথা জানতে চাইলে আমি বলব যে, ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গুণগত একটি বিষয় আছে। সারা দেশে যদি খুব বেশি ক্যাডেট কলেজ হয়ে যায় পরবর্তীতে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে। তা ছাড়া ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। নতুন ক্যাডেট কলেজের জন্য স্থান, অর্থের ব্যবস্থা করাও একটি বিষয়। সরকার যদি কখনো মনে করে, ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বাড়া উচিত তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো অসুবিধা হবে না।

খরচের বিষয়ে তিনি বলেন, ক্যাডেট কলেজে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ আসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২টি ক্যাডেট কলেজের সামগ্রিক ব্যয়ের জন্য রাজস্ব বরাদ্দ এসেছিল ১০৮ কোটি টাকা। প্রতিটি কলেজের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অনুষদ সদস্য, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচের জন্য এই বরাদ্দ। আপাতদৃষ্টিতে এটা ব্যয়বহুল মনে হলেও আমি বলব– ক্যাডেট কলেজের পেছনে যাই ব্যয় করা হোক না কেন এর ফলাফলটা অনেক। কারণ ক্যাডেট কলেজ আমাদের দেশকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাই আমি বলব, অন্যান্য যে কোনোর তুলনায় এটি একটি সফল বিনিয়োগ।

শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও থাকা-খাওয়ার খরচ প্রসঙ্গে মতিউর রহমান বলেন, অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা এটি ঠিক করে থাকি। অভিভাবকদের আয়ের ১৯টি ক্যাটাগরি আমাদের করা আছে। ভর্তি পরীক্ষার ফর্মের সঙ্গে এটা অভিভাবকদের দিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন দেড় হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা এবং বেসরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন দেড় হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২২ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক ফি দিতে হয়। একজন ক্যাডেটের থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মাসিক ফি এবং সরকারি রাজস্ব থেকে সংকুলান করা হয়।